Paap O Ramdhanu

Gargi Bhattacharya

COPYRIGHTED MATERIAL

পাপ ও রামধনু

গার্গী ভট্টাচার্য

সুচিত্রা সেনকে জিজি ভোলেনি ।

এই বইটি তোমাকে দিলাম রাণী কর্ণাবতী !!!

মৃত্যু আমাদের জীবনকে থামাতে সক্ষম নয় কারণ
আত্মা অবিনশ্বর ।

“vasamsi jirnani yatha vihaya
navani grhnati naro 'parani
tatha sarirani vihaya jirnany anyani samyati
navani dehi”

--Bhagavad Gita

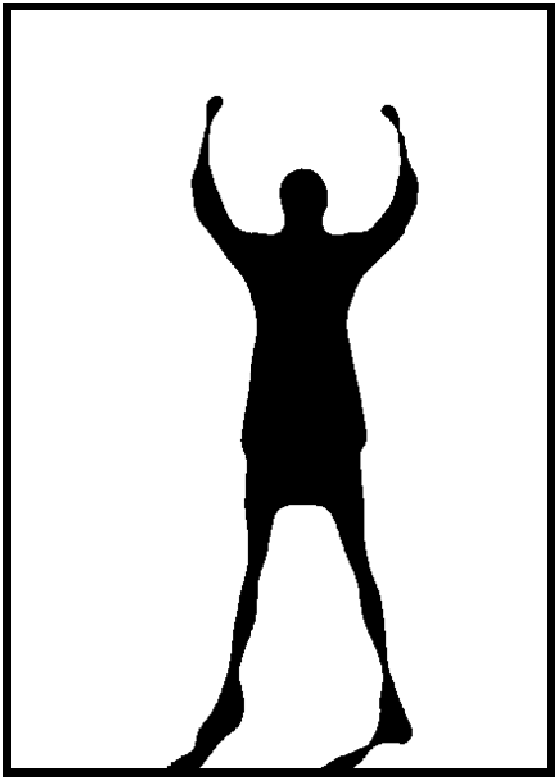

মা

Only fools argue whether to eat meat or not. They don't understand truth, nor do they meditate on it. Who can define what is meat and what is plant? Who knows where the sin lies, being a vegetarian or a non-vegetarian?

Guru Nanak

My website :

www.gargiz.com

The book cover is designed by me also the covers of my books -- TomariSarengi,Raatpari,Kaalpurush O pahari Moinaguli, Suhel ,Keyur etc.

কিন্ডেল বার হওয়াতে আমাদের মতন লেখকদের খুবই সুবিধে হয়েছে কারণ যখন ইচ্ছে হচ্ছে কিছু লিখে আপলোড করে দিলেই হল । পাঠকেরা পড়ে ফেলতে পারছেন । কোনো প্রকাশকের ঝামেলা নেই , ছাপার খরচ নেই আর বই এদিক থেকে ওদিকে পাঠাবার খরচও নেই কেবল খেয়াল রাখতে হয় যাতে খুব বড় না হয় তাহলে ডাউনলোড হতে অনেক সময় নেয় । এই আর কি ।

তাই মনে হল বলি জয় কিন্ডেলের জয় । আর আমি সত্যি সত্যি মনে করি যে মালায়্লা ইউসুফকে যদি নোবেল দেওয়া হয় তাহলে জেফ্ বেজোজকেও নোবেল দেওয়া উচিৎ এই কিন্ডেল আবিস্কারের জন্য কারণ এই প্রযুক্তির ফলে অনেক অনেক ছাত্রছাত্রী ও লেখক/ লেখিকা এবং পাঠক উপকৃত হচ্ছেন এবং এই কিন্ডেল পুস্তক জগতে এক

দিগন্ত খুলে দিয়েছে বলে আমি মনে করি । অনেক দামী বই আর কিনতে হয়না । আর অপেক্ষা করে আছি কবে আমাদের প্রিয় জেফ্ বা জেফি নোবেল হাতে মঞ্চে দাঁড়িয়ে সেই বিশ্ব বিখ্যাত এক মুখ হাসি নিয়ে আমাদের মুগ্ধ করে বক্তৃতা দেবার জন্য মাইক্রোফোনটা হাতে নেবেন ও নতুন নতুন প্রযুক্তি নিয়ে আসবেন এক এক করে যা মানব জীবনকে বদলে দিতে সক্ষম ।

জয় কিন্ডেলের জয় !

এই বইটি আমি পান্ডুলিপি আকারে প্রকাশ করছি । দেখুন কটা ভুল করেছি একবারে লিখতে গিয়ে । অনেকেই বলে গার্গীদি আপনার কাছে লেখা শিখতে চাই তাই এইভাবে ছাপাচ্ছি ।দেখুন কতগুলো ভুল ত্রুটি হলো আমার ।

পাপ ও রামধনু

পাপ কাকে বলে ? কেন মানুষ পাপ করে ? পাপ করলে ঠিক কি হয় ? এই নিয়েই এই গদ্য ।

এই লেখাটি আমি এমনভাবে লিখছি যে কোনো যতিচিহ্ন দিচ্ছিনা মাঝখানে । একই ভাবে লিখে যাচ্ছি এবং মিথকথন ব্যবহার করে । আশাকরি ভালোলাগবে সবার । সাহিত্যের ভাষায় হয়ত একে মুক্ত গদ্য বলবে । আমি জানিনা কারণ আমি সাহিত্যের মাস্টার মশাই নই । আমার ভালোলাগে বলে লিখি । তবে পাঠকের হয়ত ভালোলাগতেও পারে আর তারা অনেকেই এই লেখার সাথে একমত হতে পারেন ও অবাক হতেও পারেন এর গতিবিধি ও চরিত্র দেখে । পাপের সংজ্ঞা যুগে যুগে বদলায় । কোনো কোনো মানুষের গোষ্ঠির কাছে এক একটি প্রথা ও সংস্কার পাপ বলে মনে করা হয়

। কিন্তু পাপ আদতে কি ? অতিরিক্ত পাপ করলে কি হয় ? পরজন্মের কথা থাক্ । সুস্থ জীবনে কাটানো যায় কি ? এই নিয়েই আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা ও লেখালেখি করবো । মনে হয় আমাদের মনের অনেক প্রশ্ন ও উত্তরের সামনে এসে দাঁড়াতে পারবো ও যাচাই করে নিতে পারবো যে সত্যি **পাপ** ইন কোটস্ বলে কোনো বস্তু আদৌ এই ধরিত্রীতে হয় কিনা । কোনো কিছুই আলোতে বা ছায়াতে নয় । ধূসর । আবার ধূসরেরও অনেক মাত্রা আছে । আবার আমার কাছে যা কালো অন্যের কাছে তা সাদা । এছাড়া হিংসা, লোভ, অহং, আলস্য এসব নাকি পাপ ধর্ম শেখায় । তবে এদেরও অনেক মাত্রা । যেকোনো নেগেটিভ আবেগই জন্ম দেয় পাপের বলে মনে হয় । নার্সিসিজম্, কারো ওপর অধিকার বোধ , দূর্নাম রটানো এসবও তো পাপ আর এগুলো থেকেই আরো বড় পাপ চিত্রিত হয় যা কিনা হানাহানিতে গিয়ে থামে । থামে কি ? সত্যি সত্যি থামে কিনা কে জানে ?

হয়ত বংশ পরম্পরায় বা জন্ম জন্মান্তর ধরে চলতেই থাকে । কারণ দা শো গোজ্ অন আর এই

সিনেমার নামই তো জীবন যা শুরু ও শেষ হয় একজনের জন্ম ও মৃত্যু দিয়ে মানস ক্যানভাসে ।

জীবনে ব্যাপারটাই তো আমরা একে অন্যর মনের ক্যানভাসে আঁকছি তাই না ? আমি ব্যাতীত অন্য কেউ না থাকলে জীবনের কিইবা প্রয়োজন ?

আর শেষ বলে কিছু নেই কারণ যা শেষ তা অন্য কিছুর শুরু তাই যা আমার কাছে মন্দ হয়ত অন্য কারো কাছে ততটা খারাপও নয় কে জানে ?

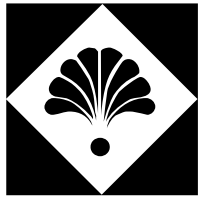

ভারতের একটি শহরের নাম দুয়ারসিন খুব সুন্দর শহর এখানে সাতধরণের স্তর আছে স্তর মানে মানুষের স্তর অভিজাত স্তর রামধনুর রং এ রাঙানো বেগুনি, নীল, গাঢ় নীল, কমলা, লাল, সবুজ আর হলুদ এই শহরের যিনি নগরপাল তিনি খুবই উচ্চস্তরের মানুষ এবং নগরের লোকেদের মধ্যে যারা ভালো কাজ করে তাদের উনি এই উচ্চ সাতটি স্তরের সদস্য করে নেন একটা নির্দিষ্ট সময়ে তাই সবাই ভালো কাজ করার চেষ্টা করে কিন্তু দুনিয়ায় তো কেবল ভালোলোকের বাস নয় তাই মন্দ লোকেরা মন্দ কাজ করেই থাকে ও এই সাতটি স্তরে যেতে সক্ষম হয়না তাতে তাদের রাগ হয় ও অন্যদেরও নিচে নামাতে চায় কারণ এই সাতটি স্তরে প্রচুর সুবিধা আছে আর এদেরকে রামধনু স্তর

বলা হয়ে থাকে এবং এখানকার লোকেরা খুবই মর্যাদা ও ইজ্জৎ পেয়ে থাকে কিন্তু পাপী ও তাপীরা সেখানে যেতে পারেনা তাই সবসময় মুখ গোমরা করে লোকের ক্ষতি করতে উদ্যত হয় তাই এদেরকে অনেকেই এড়িয়ে চলে কিন্তু জীবনে চলতে গেলে অনেক কিছু প্রয়োজন তাই লোভ দেখিয়ে পরিশ্রম না করে কিছু পাইয়ে দেবার মতলবে অনেক মানুষকে এই পাপীরা তাদের দলে টেনে নেয় ও দল ভারী করে ফেলে এবং পরিশ্রম না করে সব পাওয়ার জন্য লোকে তাদের ফলো করে এরকমভাবে অনেক লোক বিপথে চলে যায় আর যারা আত্মরতিতে ভোগে তারা নিজেদের গড মনে করে ও অন্যকে বাধ্য করে তাদের প্রচারিত তত্ত্ব মানতে এবং চাবুকের ব্যবহার হয় কাজেই সাধারণ ও অসাধারণ লোক মেনে থাকে এইভাবেই বয়ে চলে অসত্যের নদী আর এই নদীতেই ভাসমান আমাদের গল্পের সাত তারকা যাদের নাম কিকি, জোজো, পিপি, মোমো, রারা, নিনি ও তাতা আর এরা মানুষ অর্থাৎ যা ইচ্ছে লিঙ্গ হতে পারে কারণ কিকি প্রধান চরিত্র আর সে আগে বিবাহ করেছিলো এক পুরুষকে ফাঁসিয়ে কিন্তু সেই

লোকটি লম্পট তাই পরে কিছু বয়ফ্রেন্ড করে কিন্তু তাদেরও নানান দোষ দেখে দেখে সে এখন সমকামী হয়ে গেছে তাই তোড়া নাম্নী এক নারীর সাথে সহবাস করে এছাড়া অনেক রকম কুকর্মের সাথে যুক্ত সে যদিও সবকিছুরর যুক্তি আছে তার কাছে কিন্তু তার জেলে যাবার কোনো সাধ নেই আর তা আটকাতে পেশীর ব্যবহার তো করেই এমন কি শয়তানের সাহায্য নেয় অর্থার সাতানিক চার্চের সদস্য হয়ে মানুষকে ভুলে পথে নিয়ে যায় ও তাদের বিচার করে শয়তানকে দিয়ে আর এইভাবেই এই মহিয়ষী রাণীর সিংহাসনে বসে আছে আজ অনেক বছর তা ৫০ তো হবেই যৌবন যায় যায় তাতে তার ভ্রূক্ষেপ নেই কারণ কসমেটিক সার্জারি ও হরমোন ইঞ্জেকশানের সাহায্য নিয়ে সে টিপটপ ও অপরূপা যেন তার স্বামীর দয়িতা নয় পুত্রের সাথী এমনই লাগে তাকে আর টাকাপয়সা থাকলে কি না হয় গরীবেরই যত সমস্যা এই সমাজে যেমন জোজো সে থাকে উটির পাহাড়ে একটি ইউক্যালিপ্টাস্ কারখানায় কর্মরত তার মানে হল এই যে বন থেকে এই পাতা সংগ্রহ করে নিয়ে যায় ফ্যাক্টরিতে তারপর লোকেরা সেসব প্রসেস্ করে

তেল ও অন্যান্য বস্তু বানায় যা উপকারী কিন্তু শীতকাল ও অন্যান্য সময় হিমের মাঝে পাতা যোগাড় করা কষ্টের বিশেষ করে সে কোনো ধনী পরিবারের লোক নয় তাই গরম জামা নেই সেরকম তার বাবা কাজ করতো মিলিটারিতে আর দুই পা জখম হওয়াতে কাজ যায় ও মা শৈশবে মৃতা তাই বাবা ও দিদিকে নিয়ে তার সংসার আর দিদির বিয়ে দেওয়া দরকার কিন্তু বাবার এমন হওয়াতে বাবা চায়না সে সমর ক্ষেত্রে যাক নাহলে তার হয়ত অন্য কোনো ভালো কাজ হয়ে যেতো সেখানে কিন্তু সংসারের দায়িত্ব নেওয়া উচিৎ তাই সে এই ফ্যাক্টরির কাজ করবার সময় দুনম্বরী করে ও তাতে বেশ অনেক অনেক অর্থ কামায় যাতে তার দিদির ভালো ভাবে বিয়ে হয়ে যায় কারণ তাদের জাতিতে পণ ব্যাতীত বিবাহ হয়না যদিও দিদি দেখতে মন্দ নয় তবুও আর দুনম্বরী না করলে সে টাকা কামাতে সক্ষম হতো না আর দিদির বিয়ে দেওয়া সম্ভব হতো না কাজেই এটা তার দরকার ছিলো জীবন চালানোর জন্য কাজেই একে কি করে পাপ বলা যায় সে জানতে চায় পিপির কাছে যার অপরাধ হলো যে সে যেই উপজাতি গোষ্ঠির মানুষ তারা পরিবারের

লোকেদের মৃত্যু হলে সংস্কার না করে কেটে খেয়ে ফেলে কারণ তারা মনে করে যে এতেই প্রিয়জনেরা খুশি হবে তাই কোনোরকম ধর্মীয় কাজ করা হয়না কিন্তু যেহেতু পিপি এটা শহরে বসে করে ফেলেছে তাই তাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে কিন্তু জোজোর কাজের বিচার করতে সে পারেনা কারণ সংসারের দায়িত্ব ও দুনম্বরী করে মালিককে ঠকিয়ে টাকা কামানো ও দিদির বিয়েতে পণ দেওয়া ব্যাপারগুলো কেমন গুলিয়ে যায় তার কাছে তবে পিপির আরেকটি পাপ আছে সেটা যদিও কেউ জানেনা তাহল সে তার বাবাকে নিজের হত্যা করেছে কারণ বাবা দুরারোগ্য অসুখে ভুগছিলো তাই অসম্ভব ব্যাথার কারণে ইউথেনেশিয়া চায় কিন্তু ভারতে সেটা দোষ তবে পিপি বাবাকে মুক্তি দেয় আর পরে বাবার দেহ কেটে মোরগের মাংসের মতন ছোট ছোট পিস্ করে ধুয়ে নিয়ে রান্না করে খেয়ে নেয়ে যা তাদের সংস্কৃতি বলে থাকে আর বাবাকে এই কষ্টের হাত থেকে মুক্তি দেওয়াকে তার কোনো পাপ মনে হয়না বরং অপদেবতার চাপে এই যন্ত্রণা পাওয়াকেই একধরণের কষ্ট বলে মনে হয় তাই ঐ সিদ্ধান্ত নেয় সে আর একে সে কোনো খারাপ কাজ বলে মনেই

করেনা অন্যদিকে মোমো খুব রূপসী আর তাই সর্বদা তার বাসায় যা নাকি একটি অট্টালিকার মতন সেখানে সে ল্যাংটো হয়ে থাকে হ্যাঁ ঠিকই শুনেছেন একদম ল্যাংটো হয়ে থাকে আর সেখানে যত চাকর বাকর ও তার পরিবারের লোকে আছে সবাই নগ্ন হয়েই থাকে এবং যারা দেখা করতে যায় তারাও পোশাক খুলে ঢোকে এটাই নিয়ম সেখানে আর কেবল তাই নয় ইচ্ছে করলে অন্যের সাথে কেউ স্বেচ্ছায় রাত কাটাতেও পারে তাতে কেউ নিন্দা করেনা কারণ সবাই এখান প্রাপ্তবয়স্ক আর প্রকৃতি আমাদের তো যৌনতার জন্যই যৌনাঙ্গ দিয়েছে তাহলে কিসের অসুবিধা যখন তখন শয্যায় গিয়ে শুয়ে কিছু একটা করায় তাই ওরা সবাই উলঙ্গ হয়ে থাকে কারণ ওদের সুন্দর যৌনাঙ্গ আছে তাই ওরা দেখায় ও অন্যকে ডাকে উপভোগ করার জন্য ও স্পর্শ করে দেখার জন্য কিন্তু একে পাপ বলে কে বা কারা তারা হয়ত মানসিক রুগী এইরকমই ভাবে মোমো এবং তার সঙ্গীরা আবার রারা যে নাকি বিয়ে করেনি ও করবেও না কোনোদিন কারণ সে দেশের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছে সে ভাবে যে মোমো একজন যাচ্ছেতাই মেয়েমানুষ কারণ নগ্ন হয়ে থাকা

ভারতীয় সংস্কৃতিতে কেবল অসভ্যতাই নয় এটা একধরণের অপসংস্কৃতি আর ওর মোমো অ্যান্ড কোম্পানিকে দেহপসারিণী বলেই মনে হয় আর এই নিয়ে বহুবার তর্ক হয়ে মোমোর সাথে আর প্রতিবারই সে জিতেছে তবে শেষে মোমো ফ্রি উইল আর ফেমিনিজম্ ইত্যাদির ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে ড্র করার চেষ্টা করেছে তবে রারা সাফ বলে দিয়েছে যে যতই নারীবাদী ফাদীর বুলি আওড়াও না কেন এত দেহ দেহ করলে মন অশান্ত হবে আর মানব জীবনের যা লক্ষ্য তা হলে আধ্যাত্মিক উন্নতি তা আর হবেনা আর বার বার এই জগতে আসতে হবে আর তাইতনা শুনে মোমো বলেছে তা বেশ তো আসবো তোর কি হিংসা হচ্ছে যে তুই আসতে পারবি না কারণ তুই এত পাপ করছিস্ যে কসমস্ তোকে আর এখানে পাঠাবে না এই যে তুই লোকের গায়ে পড়ে জ্ঞান দিস্ এটাও একধরণের পাপ বা সিন্ বুঝলি এই বলে মোমো উঠে যায় রান্নার দিকে আসলে ওরা আজ অনেকে মিলে এসেছে দুয়ারসিন

বনে যেখানে আজ রাতে ওরা পিকনিক করবে কিন্তু দিনের বেলায় পিকনিক করা সম্ভব নয় কারণ ওরা নগ্ন হয়ে থাকে আর এরকম দেখলে পুলিশ ধরবে

তাই গহীন বনে এসেছে পূর্ণিমার রাতে আজ বিশাল গোলাকৃতি চাঁদ উঠেছে যাকে লোকাল লোকেরা সবজে চাঁদ বলে কারণ এই সময় ক্ষেতের সবুজ সবুজ ফসল ওঠে তাই আর মুহুরি নদীর সবচেয়ে বড় মাছ ধরে নিয়ে তাই পুড়িয়ে খাবার প্ল্যান করেছে ওরা এবং অবশ্যিই চাঁদের আলোয় নগ্ন হয়ে নাচবে গাইবে গীটার বাজাবে খোঁপায় ফুল গোঁজা বেণীতে ফুলের মালা গলায় ফুলের মালা হাতে গীটারের তার দিয়ে বানানো বালা পরা পায়ে আলতা আর নূপুর সে এক অলীক মেলা মোমোদের কিন্তু সকলে বস্ত্রহীন বা হীনা আচ্ছা একে কি পাপ বলবে নিনি একে কিন্তু পাপই বলে আর এও বলে যে এটা গ্রহণযোগ্য হলে তোদের এত পুলিশের ভয় কেন তাহলে তো পুলিশ ধরতে আসতোই না তাইনা কিন্তু এতসব কাব্যি বললেও নিনি নিজেও সাধু প্রকৃতির কেউ নয় কারণ তার কাজ পয়সার জন্য মানুষ মারা তা সে যুবক বা বৃদ্ধই হোক্ না কেন শুধু একটা ফোন কল বা ফটো ও পয়সা পাঠানো আর তারপর সেই ব্যাক্তি টিকিট কেটে ফেলে ওপাড়ের আর শিশুরাও বাদ যায়না এবং কখনো কখনো তাদের বলিও দেয় নিনি

আর ধর্ষণের ব্যবস্থা করে এইসব শিশুদের কিন্তু নিনি মনে করে আর পাঁচটা প্রফেশানের মতন এটাও আরেকটা কাজ কেবল টাইমিং-টা একটু আজব এই আরকি আর ওর কোনো পাপ বোধ নেই এর জন্য কারণ লোক না মারলে জগতে পা রাখার জায়গা থাকবে না লোক কিলবিল করবে পোকামাকড়ের মতন তাই করতেই হবে কেবল এগুলো হল একটু বড় সাইজের পোকা আর পোকাদের হয়ে কেউ বলার নেই তাই ওদের ধরে মেরে ফেললে কেউ কিছু বলেনা কিন্তু মানুষের হয়ে বলার লোক আছে তাই একে পাপ বলে সবাই কিন্তু পাপই যদি হবে তাহলে গরু মেরে খায় ছাগল বলি দেয় কৈ কেউ তো বলেনা এসব পাপ আর এগুলো তো পুরুৎ আর মোল্লা মসজিদের লোকগুলো পর্যন্ত খায় তাহলে তাই সে যা আয় করে তা দিয়ে বেশ মজায় থাকে আর যথেষ্ট কামায় এক একটা মানুষ পোকা মেরে এত আয় করে যে বলার নয় আর লোকে তাকে বেশ ভয় করে চলে সাক্ষাৎ যমদূতী বলেই ভাবে যদিও কেউ তাকে অসহায় বা কোমল মনে করেনা আসলে সবই হল পাওয়ারের খেলা যদি নিজের পাওয়ার নিজের আয়ত্ত্বে রাখতে পারো

তাহলে দুনিয়া তোমার পায়ের তলায় থাকবে নাহলে তুমি জগতের পায়ের তলায় চলে যাবে এরকমই মনে করে নিনি যদিও তাতার জীবন দর্শন এটা নয় তবুও সেও কোনো পূণ্যবাণ মানুষ নয় কারণ সে ঠগ, জোচ্চোর আর মিথ্যেবাদী তবে আজকাল এগুলো হল পাপের সেমিফাইনাল কারণ এটা কলিকাল তাই পাপ অত্যন্ত গাঢ় হয়ে গেছে যেমন শিশুরা যৌন আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে গেছে আর টাকার বিনিময়ে মানুষ নিজের মাকেও বাজারে বিক্রি করছে আর মারামারি ও হানাহানি তো লেগেই আছে সেসব কিছু নয় নিজের মেয়েকে বিয়ে করছে বাবা তো শিক্ষক সমস্ত ছাত্রীকে পোয়াতি করে তবে পরীক্ষায় পাশ করাচ্ছে তাই তাতার পাপের অংশ কিছু নয় তবুও সে সঠিক কাজ করেনা সকলকে ঠকিয়ে জীবন কাটায় মিথ্যার ফুলঝুরি তার ব্যবসার মূলধন আর ঠগবাজি হল তার শিরোস্ত্রাণ এই দুয়ারসিন এলাকায় সাতটি যে উচ্চস্তর আছে তার অংশ অন্তত: এলাকার সবাই হতে চায় যেমন আমরা সবাই তাজমহল দেখতে যাই বা হিমালয়ে ঘুরতে যেতে চাই সেরকম কিন্তু বেশিরভাগ লোকই একটা স্তরেই ওঠে আর ভালো লোকেরা দুটোতে

ওঠে তবে খুবই মহা মহামানবেরা অনেক স্তরে উঠে যায় তবে সেরকম খুবই কম তো আমরা দেখতে পাই যে সাতটি স্তরের মধ্যে আমাদের এই সাত চরিত্রের ৬ জন বেশ একটা দুটি করে স্তরে উঠে গেলেও কিকি কোনো একটা স্তরেও উঠতে সক্ষম হয়না যদিও সে বুদ্ধিমতী ও জানে যে কেউই এই দুনিয়াতে ক্রমাগত অন্যায় করে বাঁচতে পারেনা তবুও কোনো এক রহস্য জনক কারণে দেখা যায় যে সে-ই একমাত্র মানব সন্তান যে নীচু স্তরেই আটকে থাকে এবং একটা সময় সরকারের নিয়ম অনুসারে একদিন প্রভাতে অকস্মাৎ একটি মোটা কদর্য লাল পিঁপড়ে হয়ে যায় ঘুম থেকে উঠেই এই পরিবর্তন সে দেখতে পায় ভীষণ রেগেও যায় কিন্তু এটাই দুয়ারসিন নগরের নিয়ম কাজেই কিছুই করতে পারেনা কারণ সরকার তাকে বহু সুযোগ দিলেও কিকি নিজেকে বদল না করায় এই বিশ্রী লাল পিঁপড়ে হয়ে যায় যাকে লোকে ভয় করে কারণ সে যখন তখন লোককে কামড়ে বিষ ঢেলে দিতে পারে এবং সবাই তাকে ঘৃণা করছে দেখে সে খুবই আহত হয় কিন্তু কিছু আর করার নেই তার তাই একমনে মাটিতে আঁচড়ে চলে আর অন্যদিকে

আরেক মেয়ে তার নাম রুম তার শুরু হয় বড়ই কষ্টের দিন তার কারণ ঐ পাপই বলা যায় যদিও সে যাকে ভালোবেসে কৈশোরে নিজের সব ছেড়ে ঘর করতে এসেছিলো একজনের সাথে সেই ব্যাক্তিই আজ খুনী হয়ে দেখা দিয়েছে কারণ লোকটি রাজনীতি করে এতই শক্তিশালী হয়ে গেছে যে নরখাদক হয়ে গেছে আর রুমকেও তার আর দরকার নেই সে অন্য এক নারীকে নিয়ে ঘর করছে এদিকে রুম তার দুই সন্তানকে নিয়ে একলা হয়ে গেছে তাকে এবার একা হাতে এদেরকে মানুষ করতে হবে কারণ রাজনীতিবিদের দুনম্বর বৌ বলেছে যে রুমের সন্তানদের দেখা চলবে না আর লোকটি তা মেনে নিয়েছে অথচ মজার কান্ড হল লোকটি এখনও রুমের জীবনে নাক গলাচ্ছে কারণ সে কাকে বিয়ে করবে কোথায় কাজ নেবে কোন এলাকায় সন্তানদের নিয়ে থাকবে সবই লোকটি স্থির করছে অথচ বাচ্চাদের খোরপোশ দেওয়া বা দায়িত্ব নেওয়ার বেলায় নেই এইজন্য রুমের ভারী দু:খ হয়েছে কিন্তু এই পাপের কোনো সাজা কেউ দেবেনা তাদের সমাজে কারণ তার প্রাক্তন স্বামী একজন শক্তিশালী মানুষ আর রুমের আরেক

বান্ধবী সে মধ্যপ্রাচ্য থেকে চলে এসেছে কারণ ওখানে একটা কোম্পানিতে কাজ করতো তারা নাকি ওদের ফ্ল্যাটে গোপন ক্যামেরা লাগিয়ে ছবি তুলে ডার্ক ওয়েবে দিয়ে দিতো এসব শুনে সে কাজ ছেড়ে দেয় কিন্তু কোম্পানি ওদের সমস্ত আইনি কাগজ পত্র নিয়ে রাখে এমনকি পাসপোর্ট তাই দেশে ফিরতে খুব অসুবিধে হয় তার কিন্তু ভালো মাইনে বলে মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে গিয়েছিলো কাজে আর ওর স্বামী ছিলো এক মুসলিম কারিগরি বিদ্যার শিক্ষক তার নাম আলি তাই আলির কল্যাণে সেও যায় কিন্তু পরে আলি থেকে গেলেও রুমের বান্ধবী ফিরে আসে ভারতে বলে মরলে দেশে মরবো বিদেশে মরবো কেন কিন্তু আলি কোনো প্রতিবাদ করেনি কারণ সে বলে তুমি দেশে যখন ফিরেই যাচ্ছো তখন আর ঝামেলা করে কি হবে বরং আমি এখানে থেকে যাই ও আরবপতির মতন মাইনে পাই আর তুমি ভারতে ফিরে যাও আর আমি এখান থেকে টাকা পাঠাবো একটা সময় অনেক অনেক অর্থ হয়ে গেলে দেশে ফিরে আমরা আয়েস করবো কিন্তু রুমের বান্ধবীর মনে হয় আলি আর ফিরবে না কোনোদিন এগুলো হল ওর মিথ্যে

প্রতিশ্রুতি কিন্তু সে কোনো আক্ষেপ করেনা কারণ তাকে ভালোবেসে বিয়ে করে আর তখন প্রেমের বৈঠার টান ছিলো প্রচন্ড যা উপেক্ষা করা তার পক্ষে সম্ভব ছিলো না কিন্তু এখন পরিস্থিতি বদলে গেছে

কারণ জীবনে বদলই একমাত্র সত্য আর স্থির কিছু কি আর চিরস্থায়ী হয় সবই তো বদলে যায় তখন একরকম মানসিকতা ছিলো আর এখন একরকম তবে আলিকে মিস্ তো করেই সেসব দিন মনে পড়ে যায় তার সেইসব প্রেমের ক্ষণ কিন্তু আজ বুঝতে পারে যে আলির কাছে তার গুরুত্ব ছিলো খুবই কম নাহলে আজ তাকে একা দেশে ফিরতে হতো না হয়ত আলির কাছে টাকাটাই প্রধান হয়ে উঠেছে ঝলমলে বাড়ি ও গাড়ি নকর চাকর এসবই বেশী প্রাধান্য পাচ্ছে হৃদয়ের চেয়ে তাই আরবপতি হতেই বেশি আগ্রহী সে তার পতি নয় কিংবা বিন্দুর কথাই ধরো তার জীবনের একটাই লক্ষ্য ছিলো বিদেশে গিয়ে সেটেল হওয়া কিন্তু হল কি তার সব সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে এজেন্ট তাকে পথে বসালো এমনকি বুড়ো বাবা ও মাও পথে বসে কারণ টাকা পয়সা নিয়ে এজেন্ট হাওয়া তবুও কসমস বুঝি মুখ তুলে চায় কারণ চ্যাট করে এক বুড়ো আর নিঃসঙ্গ

সাহেবের ঘরণী হয় সে আর প্রবাসে পাড়ি দেয় তবে কিছু মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয় আর সেখানে নার্সের পড়া সেরে নার্সিং করে করে সুনাম কুড়ায় এতটাই যে এক বৃদ্ধা যাকে তার সন্তানেরা দেখতো না সে তার নিজের বিরাট একটা বাগান সমেৎ বাড়ি বিন্দুকে দান করে যায় যদিও সেটা গ্রহণ করা আইনতঃ বারণ তবুও সে নিজের স্বামীর নামে উপহার হিসেবে তা নিয়ে নেয় আর এটাও তো পাপ তবে এগুলো হল স্বল্প পাপ যেমন মোনা ছিলো এক শিল্পী সে আমেরিকায় বসবাস করতো কিন্তু নিয়মিত রোজগার তার ছিলোনা কারণ সে কাজ করতো ভাইরাস আর্ট নিয়ে মানে নানান ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস আঁকতো কারণ তারা সেখতে সুন্দর তবে মোনার বাসার লোক খুব রক্ষণশীল তাই ওরা তাকে নানান ভয় দেখিয়ে প্রভাবিত করে আর মোনাও জেদী সে ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া ছাড়া অন্যকিছু আঁকবে না তাই তার রোজগার কমে যায় সে বেকার হয়ে যায় সে খেতে পেতোনা বলে এক কাজ করলো এক ভারতীয় মানুষকে ফাঁসালো মিথ্যার জালে তারপর তার সব অর্থ বাগিয়ে নিলো কিন্তু এক্ষেত্রে লোকটি তত

চালাক নয় প্রেমের টানে সব দিয়ে দেয় আর সর্বসান্ত হয় একটু ভাবুক প্রকৃতির লোক আরকি যাকে নার্ডি বলে বিদেশে সেরকম কিন্তু মোনা পরে যখন শুনলো যে লোকটির স্ট্রোক হয়েছে আর একটি নার্সিং হোমে পড়ে আছে তখন দেখতে শুরু করে যদিও তাকে দেখার তখন কেউ ছিলো না আর মোনার সাথেও সেপারেশান হয়ে যায় অনেক আগেই কিন্তু একে কি বলা যায় পাপ ও পাপী নাকি সেয়ানা পাগল নাকি নিজের ভুল বুঝে প্রায়শ্চিত্ত করা নিজেরা ভেবে বলো আবার মোনার দাদা একটি দেশে কাজ করতো গবেষকের সেখানে সায়েন্সকে বিকৃত করা হতো ধর্মের দোহাই দিয়ে আর করতো নেতারা রাজনীতির জোরে তারা সবাই সমাজের মাথা তারা ইতিহাসও বিকৃত করতো একে পাপ বলা চলে কি বলো আবার জনৈক সুশীল দেববর্মা যে নাকি অরণ্য বড় হয়েছে একজন ত্রিপুরী বনজ মানুষ হিসেবে সে যখন ফরেস্ট রেঞ্জার সেজে একটি গুরুত্বপূর্ণ জঙ্গলকে রক্ষা করার জন্য কাজ করছিলো ও পরে ধরা পরে জেল খাটে তাকে কি পাপী বলা যায় কারণ সে যেই কাজ করছিলো তা হয়ত তার থেকে ভালো অন্য কেউ করতে সক্ষম

নয় কিন্তু সরকারি খাতায় তার নাম ও নম্বর না থাকায় জেলে যেতে হলো তাকে অথচ অরণ্যকে ও তার সব পশুকে ও পাখিকে ও সরীসৃপকে নিজের শাগরেদের মতন চেনে এই বনচর তবেই বোঝো কোনো শহুরে কি আর সরকারি ট্রেনিং নিয়ে এর মতন তুখোর হতে পারবে কিন্তু মিথ্যে কথা বলা ও নকল রেঞ্জার সেজে বসাও তো একধরণের পাপ কাজেই কোনটা পাপ কি করে বুঝবে লোকে বলো দেখি তোমরা আবার জংলী বলে পরিচিত পাখোয়াজ জাতি জেই দেশে বাস করে সেই দেশে যখন সাদা মানুষ আসে তখন ওদের সভ্যতাকেই অসভ্যতা প্রমাণ করতে লেগে পড়ে অথচ ওরা নাকি এখানে হাজার হাজার বছর ধরেই আছে তাদের সামাজিক স্তর আছে আমাদের মতন রাজা প্রজা ও শ্রমিক এবং যোদ্ধা ওদের নিজেদের সংস্কৃতি আছে কিন্তু সাদারা ওদের জোর করে অ্যাংলো কালচারে ঢোকাবে নাহলে মেরে ফেলবে এও পাপ তাইনা আবার ওরা অ্যাংলোদের থেকে অনেক কিছু শিখেছে যেমন বই লেখা ও পড়া নাহলে তার আগে ওরা মুখে মুখে সব কিছু পরের প্রজন্মের ওপরে দিয়ে যেতো আর পুতুল নাচ ও গানের মাধ্যমে নিজেদের কলাকে

বইয়ে দিতো সমাজে আর ছবি আঁকতো অনেক অনেক সেসব অনেক কিছু সাদারা নষ্ট করে ফেলেছে নিম্নমানের ভেবে কিন্তু এও পাপ অন্যের সংস্কৃতিকে নিচু চোখে দেখাও খারাপ কারণ ওটা ওর কাছে আদরনীয় আবার ওদেরকে মেরে শেষ করে দিতো অকারণে সংখ্যা কমাবার জন্য ওদের দেশে এসেই সেও পাপ অথচ তা সত্ত্বেও এখনও ওরা অনেক অনেক সংখ্যায় আর বহু মানুষ বেশ নামী ও গণ্যমান্য সমাজে আর ওদের থেকে ইদানিং অ্যাংলোরা অনেককিছু শিখে নিয়েছে আবার অজানা অসুখ ওদের মধ্য ঢুকিয়ে দেওয়া ওদের অজান্তে সেও পাপ তাতে অনেক লোক মারা গেছে সেটা ইচ্ছাকৃত না হলেও মেলামেশার জন্য হয়েছে আর ওরা জুয়া ও মদ এসবে আসক্ত হয়ে পড়েছে যা থেকে বার হবার পথ তাদের জানা ছিলো না কারণ আগে এসব তার জানতো না অনেকের ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত করা হয়েছে তারপ্র খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করে মাথা মোড়ানো হয়েছে যদিও এটা ঈশ্বরের ব্যাপার তবুও এও তো এক ধরণের পাপই হলো কারণ কে কি ধর্ম অনুসরণ করবে তা একান্তই তর নিজস্ব ব্যাপার বলে মনে করি আর এইসব লোকেরা

সাধারণতঃ পিতৃপুরুষ ও নানান অলৌকিক আত্মাকে মেনে চলে তাদের কোনো বিশেষ দেব দেবী থাকেনা তাই তাদের ঘাড়ে যীশুকে চাপানো একধরণের পাপিষ্ঠের কাজ বলেই আমার মনে হয় কারণ এই মহাজগতের মূল মন্ত্র হল ফ্রি উইল কাজেই কাউকে কন্ট্রোল করা ও জোর করে কিছু করানোই হল আমার মতে শ্রেষ্ঠ পাপ আর দেখো তো মহুয়া ফুল কুড়াতে কত মেয়েরা যায় সেসব মেয়েরা ঐ ফুল থেকে কত কি তৈরি করে বা বাজারে বিক্রি করে কেউ কেউ খায়ও নানান ভাবে আর অন্ধকারে মহুয়া বনে সেইসব মেয়েদের দেখে গুলি করে মেরেছিলো অনেক সাদা মানুষ পরে যারা ছাড়া পেয়ে যায় কারণ কোর্ট তাদের লোকে পরিপূর্ণ কিন্তু এও তো পাপ কারণ তারা বলে যে আলো না থাকায় তারা বুঝতে পারেনি যে মানুষ না জংলী হিংস্র পশু কিন্তু মেয়েরা হাওয়া দিলে ফুল কুড়ায় এতো সবাই জানতো তারপর সমাজে স্বীকৃতি দেবেনা তারা জংলী বলে অথচ শয্যায় নিয়ে গিয়ে সন্তান উৎপাদন করবে কাড়ি কাড়ি যারা সমাজে বাস্টার্ড উপাধিতে ভূষিত হবে এগুলো তো কোনো ভালো কাজ নয় কিন্তু অনেক মানুষই এসব

করেছে অথচ তাদের কোনো চেতনা হয়নি বা মনে পাপ বোধ জাগেনি কেন কে জানে তাদের কাছে স্ত্রীর মর্যাদা পাওয়া আর সঙ্গিনী হতে পারা এক জিনিস নয় মানে মেয়েদের নষ্ট করতে সবাই পটু কিন্তু দায়িত্ব নেবার বেলায় লবডঙ্কা আর যেসব নেতারা নিজ স্বার্থে দেশ ও সমাজকে লোটে অথবা অপরাধীরা মানুষ মারে সেগুলো হল মহাপাপ অথচ তারা দিব্যি বেঁচে যায় তাদের কৃতকর্ম থেকে অথচ যারা দূর্বল তাদের সাজা হয়ে যায় যেমন দিল্লীর গ্যাং রেপের যে সাজা হল তা ফাঁসি অথচ কতনা ধনী ব্যাক্তি ও তাদের পুত্ররা আজকাল বীভৎস রেপ ও হত্যা করে দিব্যি আছে কৈ তাদের তো কেউ ধরেনা বা কিছু বলেনা তারা পেদোফাইল হয় কিন্তু পার পেয়ে যায় তার মানে হল জোর যার মুলুক তার আর সংবাদ মাধ্যমও এদেরই আঙুলের ডগায় নাচে কাজেই সত্য চাপাই থাকে কারণ কারো ঘাড়ে মাথা নেই যে সত্য বাইরে আনে যতই বলুক আমরা ভগবান ছাড়া কাউকে ভয় পাইনা আর মহাপাপীরা কিডন্যাপ করে নেয় মেয়েদের ও তাদের রেপ করে সন্তান পায় ও বলি দেয় শয়তানের কাছে নিজের শক্তি বাড়াতে এও এক চক্র অথচ লোকে জেনেও

চুপ থাকে নিজের প্রাণ ও মান বাঁচাতে কারণ নিজেও মিস ইউনিভার্সের সাথে শুয়ে এসেছে সেটা বাজারে প্রচার করতে চায়না কারণ আজকাল কেউ সাধু নয় যেমন দোলা কাগজে অ্যাড দেখে ডুবাই যায় সেলস্ ম্যানেজার হিসেবে কাজ করতে কোনো এক সংস্থায় আর দোলার চেহারা খুব ভালো ও সে স্মার্ট তাই সেই সংস্থা নিয়ম অনুসারে পাসপোর্ট কেড়ে নেয় ও তাকে বাধ্য করে মাসাজ পার্লারে সেক্স ওয়ার্কারের কাজ করতে শেষে কোনো এক রাজনীতিবিদ্‌কে পটিয়ে ভারতে ফেরে আর টিভি সিরিয়ালে যোগ দেয় আর ভাগ্য সহায় হওয়াতে ভালো রোজগার হতে থাকে কারণ সে রূপসী ও মোটামুটি অভিনয় পারে তাই পেটের ভাত যোগাড় হয়ে যায় সিরিয়ালে কাজ পেয়ে আর আরেকটা সুবিধে হল ঐ রাজনীতিবিদের পত্নী যে কিনা সিনেমা জগতের মেয়েদের নানান ধনী ব্যাক্তিদের সাথে শয্যায় যাবার জন্য মিটিং করিয়ে দেয় অথচ সমাজ তাকে চেনে মাথায় ঘোমটা দেওয়া এক আনপড় বিহারী ভূত হিসেবে যে ভালো করে ইংরেজিও বলতে সক্ষম নয় আসলে ওটা হল মহিলাটির মুখোশ কিন্তু দোলার মতে ও কি পাপ

করেছে কারণ সে তো সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে গিয়েছিলো কিন্তু একটা চক্রে বাঁধা পড়ে যায় যার থেকে পালানোর জন্য পরের ঘটনাগুলি ঘটে এবং এখন সিরিয়াল করে ও নিজেকে বাঁচাতে ঐ রাজনীতিবিদকে বিয়ে করে ফেলেছে কারণ লোকটী মুসলিম তাই একের বেশি বৌ রাখতে সক্ষম এতে পাপটা কোথায় আর আজকাল বিয়ের আগে সেক্স সবাই করে এতে কোনো পাপ হয়না আর বাচ্চা হলে তাকে নির্মমভাবে অনাথ আশ্রমে ফেলে দিয়ে আসে অথচ সেই শিশুটির করুণ মুখটার কথা কেউ ভাবেনা কেবল নিজের দৈহিক আরামের কথাই ভাবে আর বাচ্চাগুলো যে কি ভীষণ কষ্ট আর অবহেলার মধ্যে দিয়ে বেড়ে ওঠে ও পরবর্ত্তীকালে জীবন কাটায় অথচ তাদের কোনো দোষ নেই কেবল বাবা ও মায়ের ক্ষণিকের সুখের জন্য তাদের এত বড় মাশুল দিতে হয় আর ললিতার কথাই ধরো যে মাদকদ্রব্য সেবন করে পড়ে থাকে সারাটাদিন কারণ জীবন তাকে নিরাশ করেছে তাই জীবনের কাছ থেকে সে পালাতে চায় আর সে যেখানে থাকে সেই এলাকার অনেক কিশোর ও শিশুরাও মাদক নেয় কারণ কারো হয়ত অসুখ সারেনা আবার কেউবা

জীবনে অনেক দু:খ পেয়েছে তাই শিশুদের মুখে মাদক দেয় তাদের আপন মায়েরা এরকমই হয় এখানে এও পাপ কিন্তু এই পাপের কোনো সমাধান নেই তারা মরার বদলে এইভাবে জীবিত থাকে আবার অন্যদিকে দেখো সর্বহারা কোনো ভিখারি যার থাকার জায়গা হলো খড়ের চালা সে কোনো এক পথচারিকে তার বাসায় নিয়ে গিয়ে মোটা রুটি তার সাথে পেঁয়াজ ও লঙ্কা আর জল খেয়ে দিচ্ছে একে কি পুণ্য বলা যায় তাহলে তার এই দশা কেন দুনিয়াতে ভালোলোকের সাথে মন্দ হয় কেন তা কি ভালোমানুষেরা জোর জবরদস্তি করেনা বলে নাকি তারা অন্যদের ক্ষতি করে নিজের ভাগ আদায় করে নেয়না বলে অথচ দেখো এই জগতেই এমন এক মানুষ আছে যে গান্ধীজীর মতন চেহারা করে থাকে আর ওনার নীতি আজও মেনে চলে মাথায় টাক পরণে ধুতি হাতে লাঠি থাকে একটি ভাঙা মন্দিরের চাতালে খায় ভিক্ষা করে অত্যন্ত সৎ এমনত অবস্থায়ও লোকের জন্য করতে পারে কাজেই পাপ করতেই হবে এমনও নয় কিন্তু অতিরিক্ত চাহিদা হলেই লোকে পাপের জালে ফেঁসে যায় সঙ্গে হিংসা আর রাগ কিংবা আলস্য লোভ অন্যের ভালো

দেখলে গা জ্বলে যাওয়া এবং নিজে কাজ না করে সব পাওয়ার ইচ্ছে এইসব কারো ক্ষতি করতে গেলে দলবেঁধে নিয়ে কিছু লোক জুটিয়ে ক্ষতি করো তার নামে নিন্দে করো তাকে বেশ্যা বলো বা চোর ডাকাত যা ইচ্ছে এসব হল পাপ আবার সুক্ষ্ম পাপ হল অন্যকে মিথ্যা আশা দিয়ে নিজের কাজ হাসিল করা অথবা কাউকে দিয়ে অসম্ভব কাজ করিয়ে নিয়ে তাকে সামনে বাবা বাছা করে পেছনে গিয়ে ছোবল মারা যেমন আজকাল এমন যুগ পড়েছে যে বাবা ও মায়েরা ছেলেপুলেদের মানুষ করার ব্যাপারটা একটা ইনভেস্টমেন্ট মনে করে তাই পুত্ররা কাজে গেলে বিরাট কিছু দাবী করে বসে কারণ তারা এত কিছু সন্তানের পেছনে দিয়েছে আবার পতি ও পত্নীর মধ্যেও আমি তোমাকে সময় দিয়েছি তুমিও দাও এইসব নানান প্রতিযোগিতা ও কোণ ঠাসাঠাসি চলে তাই ডাইভোর্স রেট বেড়ে যায় এও পাপ কারণ বিয়ের সময় মানুষ দেবতাকে সাক্ষী করে একসাথে সারাটা জীবন কাটাবার সংকল্প করে তাই স্বার্থপরের মতন সম্পর্ক শেষ করাটাও পাপ কাজেই পাপ এর অর্থ কুঠার নিয়ে মানুষ খুনই নয় কারণ সেগুলি মহাপাপ অত্যন্ত কোমল ও

নরমভাবেও পাপ করা সম্ভব অর্থাৎ এককথায় বলা চলে যে যা মানুষের মনকে ব্যাথা দেয় ও তার আত্মাকে ফালাফালা করে তাই পাপ আর সেটা করলেই ফল ভোগ করতে হয় আর তোমার কর্ম দ্বারা যদি কেউ ব্যাথা না পায় মনে বা আত্মায় বা দেহ তো আছেই তাহলে তা পাপ বলে ধরা হবেনা নচেৎ ফল ভোগ করতেই হবে আর এটা হল কজ অ্যান্ড এফেক্ট এর মতন এক বিজ্ঞান যেমন আজকাল অনেকে গর্ভপাত করে কিন্তু এও পাপ বরং বলা চলে মহাপাপ কারণ একটি প্রাণকে এই জগতে আসা থেকে আটকে দেওয়া হচ্ছে এবার লোকে বলতে পারে যে অনেক ভ্রূণ তো গর্ভেই মারা যায় হ্যাঁ তা হয়ত যায় কিন্তু সেটা অন্য কারণে আর এক্ষেত্রে ভ্রূণের মালিকই তাকে মেরে ফেলছে আর মেয়েরা হয়ত বলবে যে আরে এই মরদ জাতটাই এমন নিজেদের আরামটাই দেখে কাজের বেলায় কাজি কাজ ফুরালেই পাজি কিন্তু তা বললে হবে কেন আধুনিক যুগে নারী ও পুরুষ সমান তাই মেয়েদেরও দায়িত্ব নেওয়া উচিৎ অন্তত সেই ছোট্ট চেতনার কথা মনে করে একেবারেই দরকার না হলে এসব পাপ না করাই ভালো কারণ যে কোনো

কাজ হল বুমেরাং এর মতন মহাকাশের মধ্যে বসে যেন বুমেরাং ছোঁড়া হচ্ছে তাই যে ছুঁড়বে তার দিকেই ফিরে আসবে বুমেরাংটি কাজেই বুঝে শুনে করা ভালো এবার বলি দুয়ারসিন জায়গার কথা এখানে আগে নাকি বিরাঝ জলাশয় ছিলো তারপর কোনো বৌদ্ধ্য শ্রমণ ধ্যান করে একে একটি রাজ্য বানিয়ে দেন এসব কাহিনী স্থানীয় লোকে বলে আর এখন এখানে এমন জমি হয়ে গেছে যে দেখে মনে হয় চাঁদে চলে এসেছি এমন ভাঁজ করা পাহাড় ও মাটির স্তুপ হয়ে গেছে ভারি সুন্দর রাত্রে বিশেষ করে চাঁদের আলোতে খুবই ভালো দেখায় এক কথায় চমৎকার তাই লোকে দুয়ারসিনকে চাঁদের দেশও বলে থাকে আর এসব ভাঁজ করা পাহাড়ে রামধনুর মতন রং এর উঁচু নিচু অনেক অনেক ঢিবি আছে জা মনোরম ও নয়নাভিরাম কাজেই পাপ স্খলন হলে যে রামধনুর স্তরে উন্নীত হতে পারা যায় এই এলাকায় তা অনেকটাই এই ভৌগোলিক ব্যাপারটার সাথে যেন যুক্ত অন্তত দেখে তাই মনে হয় আর সবাই যতই পাপ করুক নিজেদের অলপ অল্প করে শুধরে নেয় কারণ বিবেক বলে একটা জিনিস তো সবাইকে কসমস্ দিয়েছে তাই নেহাৎই

উন্মাদ ও শয়তানের চ্যালা নাহলে কেউ ক্রমাগত কুকর্ম করে যেতে পারেনা কিন্তু কিকির ক্ষেত্রে সেসব তত্ত্ব ধোপে টেঁকেনা সে ক্রমাগত মন্দ কাজ করে করে শেষকালে লাল পিঁপড়েতে পরিণত হয় যার ফল মারাত্মক কারণ প্রথমত: লোকে তাকে ভয় করে যে সে কামড়ে দেবে ও বিষ ঢেলে দিয়ে কেলেঙ্কারি করবে আর সে কীটে পরিণত হয়েছে তাই লোকে তাকে ঘৃণা করছে আর দ্বিতীয়ত: বিবর্তনের চাকায় তার প্রচন্ড অবনতি হয়ে গেছে কারণ ধর্ম অথবা বিজ্ঞান অথবা সরকার যেই পথই ধরোনা কেন একটি পিঁপড়ে থেকে আবার মানুষে ফেরা চাট্টিখানি কথা নয় কারণ কালচক্র এক দারুণ বস্তু যার কোপে পড়লে মুক্তি পাওয়া সোজা নয় আর পাপ করলে মানুষ সবচেয়ে বেশি নিজেই কষ্ট পায় কারণ বিষে ভরে যায় তার অন্তর যা তাকে এক মূহুর্তও শান্তিতে থাকতে দেয়না তাই বাহ্যিকভাবে মনে হলেও যে আমরা অন্য কাউকে ঠকাচ্ছি আদতে পাপকর্ম করলে আমরা সবথেকে বেশি নিজেদেরই ঠকাই তাই আখেরে লোকসান হয় নিজেদেরই ।

Sometimes negative news does come out, but it is often exaggerated and manipulated to spread scandal. Journalists sometimes risk becoming ill from coprophilia and thus fomenting coprophagia: which is a sin that taints all men and women, that is, the tendency to focus on the negative rather than the positive aspects.

Pope Francis

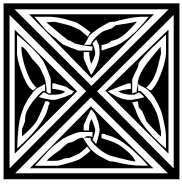

THE END